গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

**বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।**

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
সভার তারিখ ঃ ০৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১২.০০টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

| ক্র. নং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | গত সভায় ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ফেরৎ এসেছে। এর পরে কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই। যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | ভূমি বিরোধ কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদান সহ ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব সমন্বয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন। | ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম; |
| ২. | তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন, আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। | ১) ইউএনডিপির ২২৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে জাতীয়করণের জন্য ২১০টি বিদ্যালয়ের বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শণপূর্বক ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী অফিসারকে আহ্বায়ক করে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের সমন্বয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গত ১৩/০৭/২০১৫ তারিখের সভায় | ১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত | (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | কমিটি গঠিত হয়। এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলোর বিষয়ে কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। | স্কুলগুলো জাতীয়করণের বিষয়ে সত্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে তিন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়। | |
| | | ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।তবে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। | ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।এ বিষয়ে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে অগ্রগতি প্রতিবেদন দিবেন। | ২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; |
| | | ৩) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, তিন পার্বত্য জেলায় নতুনভাবে নির্মিত আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাস সমূহের কার্যক্রম এখনও জেলা পরিষদ বা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক চালু করা হয়নি। তিনটি আবাসিক বিদ্যালয় চালু করতে প্রায় ০৪ কোটি টাকা প্রয়োজন। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের নিজস্ব তহবিলের স্বল্পতা হেতু আবাসিক বিদ্যালয়/ছাত্রাবাসের কার্যক্রম চালু করা যাচ্ছে না। | ৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার বিষয়টি আবারও ভালভাবে খতিয়ে দেখার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। | ৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। |
| ৩. | তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, | ১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে জানা যায়। | ১। চলমান ক্লিনিকগুলো চালু রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। | (১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান; |
| | | ২) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে খাগড়াছড়ি জেলায় যে সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি তার একটি তালিকা চাওয়া হয়েছে।<br>সিইও খাগড়াছড়ি জানান, তালিকা প্রেরণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। | ২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব উন্নয়ন ও তিন জেলার | (২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; সিভিল সার্জন , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | বান্দরবান সিইও জানান ১০৩টি প্রস্তাবিত ক্লিনিকের মধ্যে ৬৭টি চালু আছে, ১২টি নির্মাণাধীন এবং অবশিষ্টগুলোর প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।<br>এ বিষয়ে রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ থেকে কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। | সিভিল সার্জন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আগামী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন দিবেন। | |
| ৪. | যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে। | ১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে। | ১) আলোচ্য কার্যক্রমগুলো চালু রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। | (১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| | | ২)পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফসল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬১%।২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পাচবিম কর্তৃক ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের মাধ্যমে ২০০ পরিবারকে ৬০০ একর বাগান সৃজনে সহযোগিতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | (২)কমলা ও মিশ্র ফসল চাষ প্রকল্পটি ২০০৮-১৬ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | (২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড; |
| | | ৩) খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ( FAO) বান্দরবানের থানচি উপজেলায় ও রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নে 'Increased food and nutrition Security in remote areas of CHT through resilience building Measures' নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের | (৩) প্রকল্পটির কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বরে শেষ হবে। আলোচ্য প্রকল্পে কি কাজ হয়েছে তা বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ হতে অবলোকন করা যেতে পারে। | (৩)যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলা পরিষদ। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | মেয়াদ (অক্টোবর'২০১৪- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)। রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে উপকারভোগীর সংখ্যা-১,৫০০ জন এবং বান্দরবান জেলার তেন্দু ইউনিয়নে উপকারভোগীর সংখ্যা-১,৫০০ জন। | | |
| | | ৪) কফি ও স্ট্রবেরী চাষের উপর গুরুত্বারোপ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়। | ৪) প্রকল্পগুলোর তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে আগামী সভার পূর্বেই অগ্রগতি প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে এবং এগুলি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। | ৪) চেয়ারম্যান/মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| ৫. | পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। | ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে "উচু ভূমি বন্দোবস্তিকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প খাতে মে/২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৬৩৮.৬৫ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। | ১) সুষ্ঠুভাবে প্রকল্পটি চালু রাখার ও বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | (১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, |
| | | ২) তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ৩,৬৮০.৮৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে"Mixed Fruit Cultivation at Remote Areas of Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি স্মারক নং২৯.২৩১.০১৪.০৮.০০.০৮.০০.০১৬.২০১৩-৬১ তারিখঃ ২০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ মূলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | ২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। | (২) ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম। |
| | | ৩) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চলে পপি ও তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করণসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে, `ALLEVIATE RURAL POVERTY THROUGH ESTABLISHMENT OF SMALL AND MIXD FRUIT GARDEN IN KHAGRACHARI HILL DISTRICT" শীর্ষক প্রকল্পটি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | ৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | (৩)যুগ্মসচিব(উন্নয়ন)/, /সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা), পাচবিম, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষুচাষ সম্প্রসারনের জন্য পাইলট প্রকল্প ৩য় পর্যায় (০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/১৮ পর্যন্ত)' বাস্তবায়ন করছে বরাদ্দ ৫.৩৭ কোটি টাকা। | ৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের ৩য় পর্যায়ের (০১/০৭/১৫ থেকে ৩০/০৬/১৮ পর্যন্ত)প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। | (৪) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ প্রকল্প। |
| | | ৫) বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা উন্নয়ন প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ ০১/০৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৮ পর্যন্ত । প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ০৩ কোটি ২৫.০০ লক্ষ টাকা। | ৫) পার্বত্য চট্টগ্রামের তুলা উন্নয়ন প্রকল্পটি (০১/০৭/১৩ হতে ৩০/০৬/১৮) যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়কে ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। | (৫) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প। |
| ৬. | প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে পাহাড় না কেটে রাঙ্গামাটিতে সম্পূর্ণ আবাসিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন | **জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি ০৫/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬৪.৭৭ একর জায়গা অধিগ্রহণ, তৎস্থিত গাছপালা ও ঘরবাড়ির ক্ষতিপূরণ মূল্য বাবদ ৬৩,৯২,৮৪,৩৬১/- টাকার প্রাক্কলন প্রস্তুত করে ক্ষতিপূরণের টাকা বরাদ্দ চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়ের কাছ থেকে জানা যায় ইতোমধ্যে ম্যানেজমেন্টে ৩৯জন এবং কম্পিউটার সায়েন্সে ৩৩জন করে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের কাজ চলছে।** | বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা হয়। আগামী সভার পূর্বেই এ বিষয়ে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। | যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা; জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি। |
| ৭. | তিন জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর স্বাভাবিক শিক্ষার পাশাপাশি মাতৃভাষা যাতে অটুট থাকে সে দিকে নজর দিতে হবে। | প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর জানান, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে আরও দুইটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকসহ শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রনয়ন সম্পন্ন হবে এবং আগামী জানুয়ারী ২০১৬ খ্রি. থেকে পাইলট ভিত্তিতে পাঁচটি ভাষায় প্রনয়নকৃত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয় পর্যায়ে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাইলট কার্যক্রম সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হবে। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেনীর সামগ্রী প্রনয়ন সম্পন্ন হলে | সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় MLE চালু করার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। | যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা । |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | প্রথম শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তক প্রনয়ন শুরু হবে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় শ্রেনী ও তৃতীয় শ্রেনীর পাঠ্যপুস্তক বর্ণিত ০৫ টি ভাষায় প্রনয়ন সম্পন্ন হবে এবং তিন পার্বত্য জেলাসহ দেশের ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রনয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু করা হবে। | | |
| ৮. | পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ | ১)পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পে ১১১কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে উক্ত প্রকল্পের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। | ১) প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ১)যুগ্মসচিব (উন্নয়ন); সিনিয়র সহকারী প্রধান, পাচবিম; |
| ৯. | পাহাড়ে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করার জন্য Water Wayতে High Speed Vessel চলাচলের ব্যবস্থা করণ। | ১) পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়। | ১)পন্য পরিবহনের লক্ষ্যে কাপ্তাই লেকে নাব্যতা বৃদ্ধি কল্পে বিভিন্ন অংশে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিহ্নিত করে ড্রেজিং করত High Speed Water Vessel/Water Bus চালুর জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসিকে অনুরোধ করা হয়। যুগ্ম-সচিব পরিষদ এ সমস্ত সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দিবেন। | ১. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি এবং নৌ -পরিবহন মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (পরিষদ), পাচবিম, |
| | | ২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের জন্য রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ হতে প্রকল্প প্রনয়নের কাজ চলছে বলে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি সভাকে অবহিত করেন। | ২) কাপ্তাই লেকের কচুরীপানা পরিষ্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়। | ২)চেয়ারম্যান/মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০. | তিন পার্বত্য জেলায় সামাজিক বনায়ন করতে হবে | ১) তিন পার্বত্য জেলায় কমন ফরেস্ট হোক আর রিজার্ভ ফরেস্ট হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে সচিব, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও প্রধান বন সংরক্ষককে পরিষদ-১ শাখা হতে পত্র দেয়া হয়েছে। | ১)তিন পার্বত্য জেলায় কমন ফরেস্ট হোক আর রিজার্ভ ফরেস্ট হোক প্রত্যেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।যুগ্ম-সচিব পরিষদ এ সমস্ত সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দিবেন। | ১) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, ঢাকা; প্রধান বন সংরক্ষক, ঢাকা; |
| ১১. | ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, পাহাড়ে মাছ ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের প্রাণী চাষ যেমন পাহাড়ী ছাগল পালন ইত্যাদি প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। | ১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং ২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭ মেয়াদে "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সমন্বিত পাহাড়ী খামার উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬৫%। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পটিতে ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দের মাধ্যমে ১০০ (একশ)টি বাগান সৃজন, ৬০টি গাভী এবং ৫০টি সেলাই মেশিন প্রদানের মাধ্যমে ২১০টি পরিবারকে স্বাবলম্বী করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | ১) সমন্বিত পাহাড়ী খামার প্রকল্প-২য় পর্যায় (২০১১-১৭) সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ভাইস-চেয়ারম্যান পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়। | ১) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গামাটি। |
| | | ২) পার্বত্য অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার উন্নয়নের লক্ষ্যে দু'টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ- ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অস্বচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের নারীদের গরুপালন প্রকল্প (২০১৫-২০১৮)" এবং খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে জনগণের আয়বর্ধক কর্মসূচী হিসাবে উন্নত জাতের বাঁশ ও বেত উৎপাদন প্রকল্প" (২০১৫-২০১৮) গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প দুটির | ২) প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | ২) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, রাঙ্গামাটি। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৬১৩ নং স্মারকমূলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | | |
| | | (৩) (ক) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক খাদ্য প্রক্রিয়াজাত, বাশ চাষ এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পন্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে চলতি অর্থ বছরে এডিপিতে ১৪ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। | ৩) (ক) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। | ৩) (ক)চেয়ারম্যান, বান্দরবান জেলা পরিষদ। |
| | | (খ) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান খাদ্য প্রক্রিয়াজাত এবং বাঁশ দিয়ে প্রস্তুতকৃত দেশীয় পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে বিসিক এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র আকারে প্রশিক্ষণ চলছে। বৃহৎ আকারে সমন্বিত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন। | (খ) এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। | (খ) চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ। |
| | | (গ) খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, ২০১৫-১৫ অর্থ বছরে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পুকুর খনন ও বাঁধ নির্মাণ, মহিলা তাতিদের তাঁত শিল্প উন্নয়নে সহায়তা এবং যুবদের ফুড প্রিপেয়ারিং এর উপর প্রশিক্ষণের নিমিত্ত কোড নং ৭০২০ এবং ৫০১০ এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। | (গ) এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। | (গ) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ। |
| | | ৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ মৎস্য অধিদপ্তর। প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১/০৭/১২ থেকে ৩০/০৬/১৭ । প্রকল্প এলাকা তিন পার্বত্য জেলার সকল উপজেলা। সম্পূর্ণ জিওবি'র অর্থায়নে মোট বরাদ্দ ৬৮৪৭.২৪ লক্ষ টাকা। এছাড়া চলমান সমাজভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পার্বত্য ০৩টি জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান) ভেড়ার খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলা হতে ২০ জন খামারীর প্রতিজনকে ০৩টি | ৪) পাহাড়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও চালু রাখার জন্য মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সমাজ ভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পটি চালু রাখার জন্যও উক্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | ৪) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম এবং মৎস্য ও প্রানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | করে মোট ১৫০০ শত ভেড়া প্রদান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাহাড়ে মৎস্য চাষ প্রকল্পটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও চালু রাখার জন্য মৎস্য ও প্রানী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সমাজ ভিত্তিক ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্পটি চালু রাখার জন্যও উক্ত মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | | |
| | | ৫) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে গত ০৪/১০/২০১৫ তারিখে ফাও এবং ডানিডাকে পত্র দেয়া হয়েছে। | ৫) ফাও এবং ডানিডা কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যুগ্মসচিব উন্নয়নকে অনুরোধ করা হয়। | ৫) যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম। |
| | | ৬) BRAC কর্তৃক তিন পার্বত্য জেলায় যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে সে বিষয়ে আগামী ১৩/১০/২০১৫ তারিখে ব্রাক কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদর্শিত হবে। এ মন্ত্রণালয়ের সকল ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তাকে ব্রাক এর উপস্থাপনায় উপস্থিত থাকতে অনুরোধ হয়। | ৬) এ বিষয়ে BRAC এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | ৬) উপসচিব(সম-২), পাচবিম। |
| ১২. | পার্বত্য চট্টগ্রামে চা বাগান করার উদ্যোগ নিতে হবে। চা এর চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় চা চাষের উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত। | ১) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ জানান যে, চা বাগান গড়ে তোলার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।<br>বান্দরবান জেলা পরিষদ জানান, অত্র পরিষদ কর্তৃক চা-কফি চাষের জন্য ৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।<br>খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, পার্বত্য জেলা পরিষদের সহায়তায় ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে ক্ষুদ্র চা বাগান সৃজনের লক্ষ্যে কয়েকজন উদ্যোক্তার সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। | ১)কমবেশি ১০ একর জায়গার মধ্যে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর কারিগরি সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে তিনটি চা বাগান সৃজনের জন্য তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়। | ১) চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম |
| | | ২) পার্বত্য চট্টগ্রামে চা চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য Extension of Small Holding Tea | ২) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বানিজ্য মন্ত্রণালয় ও চা বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। | ২) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড ও বানিজ্য মন্ত্রণালয় এবং যুগ্মসচিব(উন্নয়ন), |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cultivation in Chittagong Hill Tracts" শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে জনাব মুনির আহমদ, উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ চা বোর্ড জানান, পূর্বে সমাপ্ত প্রকল্পের আইএমইডি রিপোর্ট পাবার পর তা পর্যালোচনান্তে এ প্রকল্পটি গৃহীত হতে পারে। ফলে আলোচ্য প্রকল্পের কাজ শুরু হতে বিলম্ব হবে। | | পাচবিম। |
| ১৩. | বিবিধ | যথাসময়ে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ । | সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে এ সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ই-মেইলে shahen.reza@yahoo.com ও sagoraminulislam@yahoo.com -এ বা অন্যমাধ্যমে প্রেরণ নিশ্চিত করণের অনুরোধ করা হয়। | সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/কর্তৃপক্ষ |

সভায় আর কোন অলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- ১৪/১০/২০১৫

নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি

সচিব

স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.০০.০৫৫.১৪-৪২৯ তারিখঃ ১৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো এবং স্ব স্ব অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ৩০/১০/২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো (জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। সিনিয়র সচিব/সচিব, .....মন্ত্রণালয়।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম।
৩। ভাইস-চ্যান্সেলর, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি।
৪। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
৫। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৬। প্রধান বন সংরক্ষক,আগারগাঁও, ঢাকা।
৭। ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

৮। যুগ্মসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি জেলা।
১০। উপসচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান ।
১২। জনাব মো: আজিমুদ্দিন বিশ্বাস,পরিচালক ,প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়,পুরাতন সংসদ ভবন,তেজগাঁও ঢাকা (অবগতি ও কার্যার্থে)।
১৩। সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা।
১৪। প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণের জন্য পাইলট প্রকল্প (৩য় পর্যায়), রাঙ্গামাটি।
১৫। প্রকল্প পরিচালক, পার্বত্য চট্টগ্রাম তুলা উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ী, ঢাকা।
১৬। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল)/সিনিয়র সহকারী প্রধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা( সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৮। সহকারী সচিব (সকল), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। জনসংযোগ কর্মকর্তা , পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। অতিরিক্ত সচিব (সকল)এর ব্যক্তিগত কর্মকতা ,পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২১। জনাব এ এ মং, আইসিটি স্পেশালিস্ট (সংযুক্ত), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। অফিস কপি।

(এএসএম শাহেন রেজা)
উপসচিব (সমন্বয়-২)
ফোনঃ ৯৫৭৪৪১৭
ই-মেইল :shahen.reza@yahoo.com